সংবাদ

তারিখ ২০/২/৮২
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

70

প্রকৌশল কলেজগুলোর কুশল-সংবাদ

কর্তৃপক্ষ কি প্রকৌশল কলেজগুলোর পাট চুকিয়ে দিতে চাইছেন? অবস্থা দেখে যেন সেটাই মনে হয়। দেশের চারটি প্রকৌশল কলেজের জন্য যেখানে প্রয়োজন কমপক্ষে ১৭৪ জন শিক্ষক সেখানে রয়েছে মাত্র ৪২ জন। ঢাকায় ৩০ জনের বদলে রয়েছে মাত্র সাতজন, খুলনায় ৪৮ জনের জায়গায় ৮ জন, অনুরূপ সংখ্যার জায়গায় রাজশাহীতে ১৪ ও চট্টগ্রামে রয়েছে ১৩ জন। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে, কলেজগুলো এখন বন্ধ হওয়ার দশা। এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারবে। প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অর্ধেক হলেও একটি প্রতিষ্ঠান চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় সেখানে কোনটায় ৬ ভাগের এক ভাগও নেই। এ সংখ্যক শিক্ষক নিয়ে প্রকৌশল কলেজের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এতদিন কি করে চলছে সেটাই তো একটা বড় বিস্ময়।

পত্রিকান্তরের খবরেই উল্লেখ রয়েছে যে, কলেজগুলোর শিক্ষকের জন্য যোগ্যতা চাওয়া হয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফার্স্ট ক্লাশ। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের যোগ্যতাও একই। কিন্তু একই যোগ্যতা নিয়ে একটি লোক অনেক কম সুযোগ-সুবিধার কলেজে যাবে কেন? সে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফার্স্ট ক্লাসের তো আর ছড়াছড়ি নয়। তাই কলেজের জন্য লোক পাওয়া মুস্কিল। কলেজের সুযোগ-সুবিধা যদি একই হতো তখন কারুর শখ না থাকলেও আপত্তির তেমন কোন কারণ অন্ততঃ মিলতো না। প্রকৌশল কলেজগুলোর শিক্ষকরাই বা কেন একই যোগ্যতা নিয়ে বেশী দিন কম সুযোগ-সুবিধাতে থাকতে চাইবে। তারা গত ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করেছেন ধর্মঘট। দাবী সুযোগ-সুবিধা বাড়াও। এ ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন বা অসমর্থন কোন প্রশ্নে আমরা যাচ্ছি না। সেটা কর্তৃপক্ষের বিবেচনার বিষয়। আমরা দেখছি শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো জরুরী প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর প্রশ্ন এই সাথেই আসবে।

প্রকৌশল কলেজগুলো স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত বেশ আগেই হয়ে আছে বলে আমরা জানি। বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদেও সে সিদ্ধান্ত অনুমোদন হয়ে গেছে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ে গিয়ে নাকি সেই ফাইল আটকে আছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়টিই শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত থাকবে বাকী সব বিষয়ে কলেজ পাবে স্বায়ত্তশাসন। এমন একটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে অনেক সমস্যার সমাধানই তো হতে পারতো। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার এ ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে আমলাতান্ত্রিক শৈথিল্য। প্রকৌশলীর অভাব আমাদের যথেষ্ট রয়েছে। এ জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে যেখানে প্রকৌশল শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে এখন দেখা যাচ্ছে সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদে, সমান সুবিধার দাবীতে তাদের ধর্মঘট করতে। ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে শিক্ষকরা নাকি আরও চরম ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প খুব বেশী কিছু আছে বলে মনে হয় না। সরকার যদি প্রকৌশল শিক্ষার জন্য কলেজগুলো চালু রাখার প্রয়োজন মনে করেন তবে তাকে একই যোগ্যতার জন্য, অভিন্ন কাজের জন্য অভিন্ন বেতন ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে নতুন শিক্ষক তো দূরের কথা পুরানোদেরই রাখা সম্ভব হবে না। এটা হলো যুক্তির কথা। পরিস্থিতি এর চেয়ে ভিন্ন কিছু হলেও তা যে বেশী দিন চলতে পারে না শিক্ষকদের ধর্মঘটই তার প্রমাণ। শিক্ষকদের প্রতি আমাদের অনুরোধ এইটুকু, দাবী আদায়ের জন্য তাদের বৈধ সুযোগ যতটা রয়েছে তার প্রয়োগ তারা প্রয়োজনে অবশ্যই করবেন তবে তা যেন প্রতিষ্ঠানের মূল স্বার্থকে অস্বীকার করে না হয়। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্র এখন এমনিতেই সংকটপূর্ণ। শিক্ষকদের কোন কার্যক্রম যেন সে সংকট বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য না করে।